মুদ্রক—বীরেন ব্যানার্জী
সমবায় প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৩৩।২ শশিভূষণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

১ম প্রকাশন—১ জুন, ১৯৫৯

প্রাপ্তিস্থান :
সমবায় প্রেস প্রাঃ লিঃ
৩৩।২, শশিভূষণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
২। ৫৯ গ্রে স্ট্রীট (অরবিন্দ সরণী)
কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য বই :
অবিস্মরণীয়
১ম ও ২য় খণ্ড

উৎসর্গ পত্র

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের

করকমলে

সূচীপত্র

যদা যদাহি ধর্মস্য

অধর্মের গ্লানি বিশ্বে যতবার ঘটিয়াছে প্রভু
ততবার ত্রাতারূপে আপনারে করেছ প্রকাশ
দুষ্টের দুষ্কৃতি ভারে কাঁপিয়াছে পৃথিবী যে তবু
সাধুদের করি ত্রাণ করেছ যে দুর্জন বিনাশ।

আজো দেখি মনোমাঝে মীন কূর্ম বরাহ দুর্বার
নরসিংহ মূর্তি ধরি প্রহ্লাদেরে কর পরিত্রাণ।
বামন ভিক্ষুক রূপে ভাঙ্গো দৈত্য বলী অহংকার
ক্ষত্রিয়ের দম্ভতেজ জামদগ্নে কর অবসান।

দেখেছি তোমারে মোরা অযোধ্যার রঘুপতি বীর
উষর মৃত্তিকা কর্ষি হল কাঁধে তুমি সংকর্ষণ।
নিরাসক্ত জীবপ্রেম কর্মক্ষয়ে নির্বাণ শরীর
মৃত্যু-জরা-জয়ী তুমি তথাগত বুদ্ধ ভগবন।

হয়নি বিনাশ প্রভু দুষ্কৃতের অপকর্ম ভার
থরে থরে স্তূপীকৃত, সাধুজন ভয়ে কম্পমান।
কবে তুমি দিবে দেখা কল্কিরূপে শেষ অবতার
ধর্মের প্রতিষ্ঠা মাঝে অধর্মেরে করি ম্রিয়মান

যুগে যুগে পৃথিবীতে তুমি কৃষ্ণ পার্থের সারথি
কভু রাখালের বেশে কখন বা মথুরা-বৈভব।
কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য বৃন্দাবনে শুনি বংশী গীতি
অনন্ত বৈচিত্র্য মাঝে সমন্বয় তোমাতে সম্ভব।

এ দুর্দিনে হে অচ্যুত এসো নিয়ে আয়ুধ সংহার
করাল দাবাগ্নি সম ম্লেচ্ছধ্বংসী আসুক প্রলয়।
নরদন্তে কাঁপে পৃথ্বী পাপে পূর্ণ সমাজ সংসার
দুর্দান্ত সৃষ্টিরে নাশি যুগান্তর আনো দয়াময়।

সম্ভবামি যুগে যুগে

পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শুনিতে কি পাও ?
কৃষ্ণার্জ্জুন রথচক্র নিয়ত উধাও !
অনন্ত কালের বক্ষে রশ্মিপ্লাবী প্রাণের গরিমা
স্বর্গের দাক্ষিণ্য লভে মর্তের মহিমা।
সে আহ্বান মন্দ্রস্বনে অন্তরের অবসাদ ভয় যায় টুটে
বিষ বাষ্প কলুষিত ক্ষীণ স্বার্থ ধূলি পরে লুটে।
দুর্মূল্য রহস্যময় মুক্তিকামী মানুষের লাগি
মৃত্যু-জয়ী তব প্রেম সদা রহে জাগি।
প্রসন্ন প্রভাত সূর্য বলে অন্তর্যামী
মহাপুরুষের বাণী "সম্ভবামি যুগে যুগে" আমি
যদি সত্য হয়
অভ্রান্ত প্রকট রূপে দাও তার নিত্য পরিচয়।
দেশে দেশে যুগে যুগে অনন্তের চক্রনৃত্যে তোমারই প্রকাশ
সেই যোগ সূত্র ধরি যুগান্তের চলে ইতিহাস।
সত্য সাধনার মূলে অন্তর কন্দর মাঝে যে চৈতন্য জাগে
সোহহম্ অমৃত বাণী নিয়ত স্পন্দিত হয় জ্ঞানে কর্মে ভাবে
বিস্তারিয়া দিগ্বিদিকে দেয় নিজ পথ
সৃষ্টি করে শতাব্দীর পণ্যরথে আপনার মুক্তির জগৎ।
অদৃশ্য চঞ্চল ছন্দ তাহারই তৃপ্তিতে
জাগাবে না তুমি বিশ্ব সৃষ্টিছাড়া দুঃসহ দীপ্তিতে ?

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং

বহু শত বর্ষ আগে এক প্রশ্ন জেগেছিল
ভারতের তপোবন অরণ্য ছায়ায়
"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং
নিত্যমগন্ধ বচ্চযৎ" কেমনে সম্ভব ?
যাঁর মাঝে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই
রস নাই, গন্ধ নাই, কেমনে তাঁহায়
লভিবে মানব শিশু কেমনে অন্তর মাঝে
স্বতঃস্ফূর্ত্ত নবরূপ হইবে উদ্ভব ?

বনভূমি প্রকম্পিয়া সহসা শুনিল সবে
সুমধুর সুগম্ভীর সে উদাত্ত বাণী
শুন সবে, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং"
জেনেছি জেনেছি মোরা জেনেছি তাঁহারে
রূপ রস গন্ধ ভেদি স্বাধীন আত্মার সেই
অনাদ্যন্ত সনাতন জয় শঙ্খখানি
উঠিল বাজিয়া "ব্রহ্ম বিদাপ্নোতি পরম্"।

ব্রহ্মবিদ্ সদানন্দ প্রত্যক্ষ আকারে
নয়ন ভরিয়া দেখে কল্যাণ আনন্দরূপ
জ্যোতির্ময় পরিব্যাপ্ত নিখিল ভুবনে
যুগ যুগ ধরি ফিরে সংসার আবর্ত্ত মাঝে
মানুষের সংগোপন মনের অঙ্গনে।

ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

আনন্দ যাঁহার আছে পরম আত্মায়
অনিষ্ক্রিয় যিনি রন পরম প্রজ্ঞায়
ক্রিয়াবান্ সে পুরুষ ব্রহ্মানন্দ যিনি
জ্ঞানে শুধু পরিচয় আত্মরতিঃ তিনি।

কবির আনন্দ রয় কাব্যের ঝঙ্কারে
জ্ঞানীর আনন্দ শুধু তত্ত্ব আবিষ্কারে
শিল্পীর আনন্দ তার শিল্পের সজ্জায়
বীরের আনন্দ রয় শক্তি প্রতিষ্ঠায়।

ব্রহ্মবিদ্ হরষিত সত্য আর মঙ্গলের মাঝে
সৌন্দর্য শৃঙ্খলা তাঁর
পরিব্যাপ্ত অসীমের প্রকাশের কাজে।
সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ কর্মানন্দে যাঁর
একান্ত আপন হয় জগৎ সংসার।

শৃণ্বন্ত বিশ্বে

বাণীহীন তমসার সর্বত্যাগী মুক্তিপথ মাগি
লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোতে শিশুচিত্ত করিয়া বিবাগী
যেই শক্তি লভেছিল পরিপূর্ণ প্রাণ ;
অমোঘ বিজয় মন্ত্রে নিত্য স্পন্দমান
দুর্জয়ের অভিযানে কক্ষচ্যুত জয়ের মালিকা
যার ভালে আঁকিয়াছে মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার টিকা
কীর্তি-নিঃস্ব সে ত আমি নহি।
সে যে মোর অভিশপ্ত জীবনের যাত্রাপথ বহি
হিংসা দ্বেষ কণ্টকিত পথে শীর্ণধারা গেছে নিরুদ্দেশ
সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ক্ষীণতনু হয়ে গেছে শেষ ;
উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায়
নিজ ছন্দে বারে বারে প্রলয় ঘনায়।
তপঃপূত জীবনের ক্লান্তিহীন বিচিত্র সাধনা
রুদ্রের নির্মম স্পর্শে শক্তিহীন বেপথু উন্মনা—
স্তিমিত দীপের আলো অন্ধকার পানে
নির্বিশঙ্ক রুদ্ধ দৃষ্টি বারে বারে হানে ;
নাহি পায় দেখা নাহি শোনে মানা
তবু তার নিত্য আনাগোনা।
নিষ্করুণ সংসারের সীমাভ্রষ্ট অহমিকা জালে
দয়াহীন অদৃষ্টের বন্দীশালে
নিত্য তার ব্যাকুল ক্রন্দন

আঁকি দেয় রোদনের বর্ণ আলিম্পন।
আর বলে—অমৃতের পুত্র ওরে
তোরি তরে
শুষ্ক বালু মরুভূমি উল্কা বজ্রপাত
লবণাক্ত বারিধির প্রচণ্ড সংঘাত
বিকৃতি বেদনাময় বার্ধক্যের শেষ সীমা সর্ব কর্ম হীন
ক্ষয়িষ্ণু রোগের ব্যাধি বিরাম বিহীন।
দারিদ্র্যের অনশন রোগে শোকে তাপে
জড়াইয়া পাকে পাকে
জীবনেরে করিবে নিস্ফল
উঞ্ছবৃত্তি করাবে সম্বল।
তবু তোরে জন্মে জন্মে মৃত্যু করি জয়
অমৃতের লভি পরিচয়
সঘ বাধা অতিক্রমি যেতে হবে তোরে অক্লান্ত চরণে
বিশ্বমাঝে সনাতন তথ্য অন্বেষণে।
বিধাতার সৃষ্টির নির্দেশে পাবি অবশেষে
নিজ অধিকারে তাঁরে আনন্দে আনন্দময়
অতন্দ্র চৈতন্য মাঝে
সত্য শিব সুন্দরের পরম আশ্রয়।

আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ

হে সত্য
তোমারই মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের অবসান।
তুমিই নিরবরুদ্ধ বিশুদ্ধতম জ্যোতি
তুমিই কল্যাণময় নিশ্চিদ্রতম অন্ধকার।
তুমিই দিয়েছ নিঃশব্দ অনুভূতি
দিয়েছ বিস্ময় জাগ্রত চেতনা
শিখিয়েছ জীবনের পরম তত্ত্ব।
বুঝেছি—সে অচিন্ত্য রহস্য হচ্ছে
মরণের ভেতর দিয়ে পুরাতনকে নতুন করে প্রকাশ করা
বিপুল বীর্য আনন্দের সুধাপাত্র হতে
ক্ষমাহীন অপব্যয়ের অন্যায়
কোন কিছুরই রক্ষে নেই মৃত্যু জরার হাত থেকে।
জমে ওঠে মনের আকাশে অকালের মেঘের মত
দিগন্তের গোধুলি লগ্নে সকল কাজেই ক্লান্তি অবসাদ
ভেঙ্গে যায় সুকঠিন ধৈর্য ;
ঝঞ্চাক্ষুব্ধ চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণু নির্মল ললাটে
পড়ে অসুন্দর বলির রেখা।
আলোয় ঝলমল প্রভাত সূর্য
ম্লান হয়ে যায় রাতের অসীম অন্ধকারে।
প্রকৃতি ও মানুষের এ চিরন্তন কাহিনীর মাঝে
একটা ইঙ্গিতের নিদর্শন পেল মানুষ

নিরুপায় অনুশোচনার মাঝে সে দিনের পর দিন
আয়ুহীন পুরানো হয়েই চলেছে।
এ সত্য যেদিন তার কাছে উঠল প্রকট হয়ে
সেদিন থেকেই
তার সব চেষ্টা সমস্ত ঐকান্তিক কামনা
বন্ধনচ্ছেদী জগৎ প্রবাহের
অনিবার্য আঘাত থেকে
যৌবনকে রক্ষা করতে চলল ছুটে।
পড়ে রইল তার এতদিনের
আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতা।
বলে উঠল—মানব না এ মৃত্যুর ধারাকে
অমৃতের পুত্র আমি—মৃত্যুর পুত্র নই।
যাঁরা জেনেছেন পরম পিতার এ সত্যকে
বলে গেছেন তাঁরা—
দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র তোমরা
সংসারবাসীর মৃত্যুর পুত্র তোমরা নও ;
যে ধামে বাস করছ
সে যে মধুগন্ধ দিব্যলোক অমৃতধাম।
বিচিত্র সাধনায় বসল মানুষ
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়
প্রশ্ন জাগল মনে
কোথা হতে পাবে সে দিব্যলোকের আলো ?
সে কি আসবে অর্থহীন অজানিত তমসার পরপার থেকে ?
অনুভূতির স্পর্শে প্রকট হল সত্য নয় মৃত্যুর অন্ধকার।
সত্য সেই অনির্বচনীয় জ্যোতি যেখানে পরম সামঞ্জস্য

চরম সমন্বয়।
সেখানে তুচ্ছ মলিন মোহের অন্ধকারকে
অবলুপ্ত করবার অভিনব আয়োজন।
যুগে যুগে মানুষ প্রত্যহের ব্যবহারে
অজ্ঞানের ভেতর দিয়ে জ্ঞানের আলোকে
পাপের মলিনতাকে দূর করে সংগ্রহ করে চলেছে পুণ্য।
সেই সত্যকে চিরন্তন করবার একটি মাত্র পথ—
সে পথ হচ্ছে
বিরোধের ভেতর দিয়ে পাওয়া।
সহজ শক্তিকে বশে আনার সাধনায়
মানুষ দূরকে এনেছে কাছে, অদৃশ্যকে করে এনেছে প্রত্যক্ষ
আর দুর্বোধ্যকে দিয়েছে ভাষা।
এ জ্যোতি যদি দুর্বল অসত্য হ'ত
দিব্য ধাম যদি হত জনশ্রুতির মলিন কল্পনা মাত্র
তা'হলে কোন কালেই কি বিকাশ ঘটত মানুষের ?
দ্বন্দ্ববহুল সংসারের বৈচিত্র্য
উদ্‌ভ্রান্ত করত তাকে চিরদিন।
কিন্তু অমৃত রয়েছে যে মানুষের মধ্যে
রয়েছে তার বহুদিনের সাধনা
তাই মৃত্যুকে ভেদ করে
তার কাছে প্রকাশ পাচ্ছে সে অমৃত।
উদাসীন মৃত্যুর সংকীর্ণ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে
অমৃত উৎসের স্ফটিক জলধারা আসছে বেরিয়ে
হাস্য মুখর তাণ্ডব নৃত্যে পরিপূর্ণতার অপূর্ব গৌরবে।
ডেকে বলছে সকলকে—ভয় করোনা তোমরা

সত্য নয় অন্ধকার, সত্য নয় মৃত্যু
তোমাদের যে অমৃতের অধিকার।
অশ্রদ্ধার অন্ধকার রাতে অনির্বাণ দীপের অভাবে
পরম সুন্দর যেন অনাদরে অলক্ষ্যে চলে না যায়।
আত্মসমর্পণ করোনা বিকৃতরুচি প্রবৃত্তির কাছে
অপমান করো না
পরিপূর্ণতার অপরূপ অধিকারকে—
হোক্ না তোমার চারিপাশে শত সহস্র বাধা।
ভগবানকে ভাঙতে হয় যুগে যুগে ইতিহাসের বেড়া
চলার পথের মলিন আবর্জনায়
বইয়ে দিতে হয় নির্মম রক্তস্রোত।
সেবা-পরায়ণ প্রেমের দীক্ষা তখনই আনে মুক্তি—
দুঃখ প্রদীপ্ত কান্নার ধারায়
তখন ছেয়ে যায় আকাশ।
কিন্তু সে ধারা না বইলে উত্তাপ জল হবে কেমন করে ?
অতৃপ্তির নিষ্ঠুর পথহীন রাজ্যে
মরবার অমূলক আশঙ্কা দূর হবে কেমন করে ?
তোমাকে তাই নতুন হতে হবে ;
ফুটিয়ে তুলতে হবে আকাঙ্ক্ষার রক্তস্রোতের উপর
জীবনের অমলিন শতদল।
বাঁধতে হবে সে অশ্রান্ত আহ্বানকে
না-বলা প্রতিশ্রুতির অজানা বাঁধনে।
অবিরাম দেখতে হবে নব নব নবীনতায়
জ্ঞানময় অম্লান সত্যকে
তবেই হবে পরিপূর্ণ চৈতন্য।

সংগ্রাম আজ মৃত্যুর সঙ্গে অসত্যের
অনাগত যুগ হতে বিশ্বযাত্রী আমরা
বর্তমান কালের পথ প্রান্তে
তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হবার জন্যে আসি নি-
খ্যাতিহীন উপেক্ষিত জীর্ণ পান্থশালায়
আমরা বরাহূত নির্বাক অতিথি নই।
সৃষ্টি উৎসের কলোচ্ছ্বাসে
নিত্যকালের আনন্দধারা আমরা
চলেছি সীমাহীন দুর্লক্ষ্যের দিকে।
মোহমুক্ত বুদ্ধিতে
বলতে হবে অনুক্ষণ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

জীবনের রঙ্গমঞ্চে অসময়ে টানে যারা যবনিকাখানি
আপন ললাট পরে দেয় আঁকি সমাপ্তির বাণী—
অনধীত অধ্যায়ের অকথিত ভাষা
মনের নিভৃত কোণে তৃপ্তিহীন আশা
গুমরি গুমরি কাঁদে যাহাদের ব্যর্থ হতাশায়।
অজ্ঞতার রূঢ়তম মালিন্যে হারায়
জীবনের ভারসাম্য যেন ক্লান্তি ভরে
অনাদৃত অবজ্ঞাত পথ ধুলি পরে
নিয়ে যায় শ্রান্তিময় নগ্নতার যূপকাষ্ঠ পরে
স্তব্ধ নিশা জ্যোতিহীন তমসার অকূল গহ্বরে।
গৃহহীন যামিনীর পথিকের মত
নিরাশ্রয়ে হয় তন্দ্রাহত।
নিয়ে যাও তাহাদের ছায়ালোক হতে
অহমেরে চূর্ণ করি অকুণ্ঠিত চিতে—
মোহমুক্ত জ্যোতিষ্কের আলোক ছটায়
তপস্যার অগ্নি মাঝে শান্ত প্রতীক্ষায়।
দুঃসহ দুর্মদ রূপে কলুষের অন্ধকার নাশি
তত্ত্বজ্ঞান মহিমার স্বরূপ প্রকাশি
দেখাও মূরতি তব ওগো জ্যোতির্ময়
মুমূর্ষু প্রাণের রসে জাগাও নির্ভয়।

আলোকের বন্যাধারা
দূর করি সব অন্ধকার
অমৃতে উদ্ভিন্ন হোক্
দীর্ণ করি মৃত্যুর বিকার।
অকুণ্ঠিত আমন্ত্রণে
জীবনের মুক্ত দ্বার পরে
আতিথ্য বিলায়ে দিক্
নিখি'লর প্রতি ঘরে ঘরে।
অরণ্যের সামগান স্রোতস্বিনী পারে
স্বপ্নময় ভাষাহীন স্তব্ধ বারে বারে
জাগাইয়া দিক্ বাণী অন্তরে উল্লাস
পূর্ণ হোক্ শুদ্ধ সত্ত্ব হর্ষ কলোচ্ছ্বাস।

অসতো মা সদ্গময়

আপনারে দগ্ধ করি
অসত্য যে সত্যে সমুজ্জ্বল ;
আত্ম বিসর্জন করি
অন্ধকার জ্যোতিতে প্রকাশ।
নিজেরে বিদীর্ণ করি
মৃত্যু সে যে অমৃতে প্রোজ্জ্বল ;
তোমার অনন্ত প্রেম
মোর মাঝে হউক্ বিকাশ।
তোমার অন্তরে দেব
সব দ্বন্দ্ব লভে অবসান ;
তুমি যে কল্যাণময়
সত্যনিষ্ঠ প্রশান্ত আকার।
শুদ্ধতম জ্যোতি তুমি
অন্তহীন পুরুষ প্রধান ;
অসীমের প্রতিচ্ছবি
তুমি দেব নির্মল আঁধার।

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবা বিশন্তি

যে বাণী ধ্বনিয়া ফেরে সংসারের আবর্তের মাঝে
দিন হতে দিনান্তের কাজে ;
আকাশের প্রতি তারা ধরণীর প্রতি ধূলি কণা
যার লাগি করিছে কামনা—
শৈশব কৈশোর হতে নবীন যৌবন
সুখময় অনন্ত জীবন ;
সেই বাণী নিয়ে যায়
আপন প্রজ্ঞায়
জীবভাব তুচ্ছ করি বিশ্বভাবে মানুষের প্রাণ।
অন্তরের সে আহ্বান
সে গূঢ় নির্দেশে
মৃত্যুহীন পূর্ণতার পরম আবেশে
ব্যক্তিগত সীমা ছাড়ি যে জীবন উঠে ঊর্ধলোকে ;
আপন আত্মার মাঝে অন্যের আত্মাকে
উপলব্ধি করে প্রতিক্ষণ—
সংসারের নিত্য প্রয়োজন
ক্ষুদ্র তার কাছে।
ক্ষীণ স্বার্থ প্রবর্তনা ফেলিয়া পশ্চাতে
চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আঁধার হতে
কেন্দ্রীভূত আলোকের দীপ্ত স্রোতে
আত্মার পূর্ণতা মাঝে লভে অনুভূতি।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের শেষ পরিণতি
বিশ্বগত মানুষের একাত্ম আহ্বান
সৃষ্টির রহস্য ভেদি জেগে ওঠে আলোক সন্ধান—
পুষ্পিত উদ্যম মাঝে
কলছন্দে দিয়ে যায় দোল
ছন্দহীন জীবনেরে
করি তোলে ঐশ্বর্য প্রোজ্জ্বল
কল্যাণ আনন্দময় উৎসবের দিনে
লও তারে চিনে।
অন্তরের দেবতার পূর্ণ আশীর্বাদ
সুন্দরের মাঙ্গল্যের মাধুর্য প্রসাদ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ

জীবধাত্রী পৃথিবীর বক্ষে পরে লভিয়া জনম
চিনিলাম জন্মভূমি মানুষের আবাস পরম।
দিনে দিনে বর্ষ যায় উন্মেষিত জ্ঞানের আলোক
আরো আছে বাসস্থান বুঝিলাম সে যে স্মৃতিলোক।

আদি যুগ হতে তার কাহিনীর শতেক কল্পনা
দুস্তর কালের নীড় স্মৃতি দিয়ে করিছে রচনা।
ধরণীর প্রতি গৃহ মানুষের স্মরণ দোলায়
এক সূত্রে আছে গাঁথা বিশ্বলোকে মিলন মালায়।

জ্ঞানের সোপান বাহি উর্ধে চলে মানুষের মন
অন্তর আকাশে তার উন্মথিত তৃতীয় ভুবন।
গোপন রহস্যে বাঁধা যোগ সূত্র যেই চিত্তলোকে
তৃতীয় আবাস স্থান পরিকীর্ণ সে আত্মিক লোকে।

সকল মানব চিত্তে চলে তার দান প্রতিদান
আপনার স্বার্থ ভুলি পরার্থে সে করে আত্মদান।
আপন অস্তিত্ব তার
বিশ্বসাথে একাত্মক চরম বিকাশ
ধ্যান মন্ত্র গায়ত্রীর
গূঢ় অর্থ-অনুভূতি পরম প্রকাশ।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি

প্রভাত সূর্য দেয় আলো
নিশাবসানে সারা আকাশ ওঠে ভরে
সেই পুণ্য আলোক ধারার মধুর স্পর্শে
প্রত্যক্ষ করি তারই প্রকাশ।
বিশ্ব জগতের সূর্য রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে
দিচ্ছেন ধীশক্তি
সুপ্ত চৈতন্য উঠছেন জেগে।
তাই দিয়ে ধ্যান করি প্রতিদিন
অখণ্ড লীলা রসের অনির্বচনীয় স্তব্ধতার মধ্যে
বিশ্ব বিধাতার সেই জ্যোতির্ময় প্রত্যক্ষ শক্তিকে।
উপলব্ধি করি এ বিরাট বিশ্বজগৎ
একসঙ্গে এক মুহূর্তে
সে শক্তি থেকে অবিরাম হচ্ছে বিকীর্ণ
চলেছে অতন্দ্রপ্রতীক্ষিত সার্থকতার তীর্থে।
যে আলোর ইঙ্গিত শেষ করার শক্তি আমার নেই
যাকে অন্ত করবার ক্ষমতা আমার কাছে নিশ্চিহ্ন
সমগ্রভাবে সেই অপ্রাপ্য তিনি নিজেই পাঠাচ্ছেন
আমাদের কাছে।
সেই অমিত শক্তির সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ?
যিনি দিয়েছেন আমাকে বুদ্ধিবৃত্তি—
সত্তার স্মরণ তন্তুতে গাঁথা

সেই ধী সূত্রেই তাঁর করব ধ্যান।
বাইরের জগৎ আর অন্তরের ধী
এ দুই-ই যে একই শক্তির বিকাশ—
প্রাসার্যমান মনোজগতে
সে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব হবে
বাক্যহীন সীমার ভাষায়
তখনই হবে জগতের সঙ্গে আমার
আর আমার সঙ্গে বিশ্বপিতার যোগ।
অসংকোচ আনন্দে দেহ নিকেতনের মুক্ত অঙ্গণে
অসীমের অন্তহীন ইঙ্গিতে
আনন্দময় বৈরাগ্যের মাঝে
হবে অতীত ও অনাগতের সেতু বন্ধন
মন্ত্রদ্রষ্টা গায়ত্রীর হিরন্ময় ঐশ্বর্যে।

মা মা হিংসীঃ

বিনাশ করো না মোরে, রক্ষা করো মৃত্যু হতে
চিরজীবনের পিতা, স্বার্থ অহমিকা স্রোতে
নিরন্তর চলেছি যে ভেসে, তারি হতে রক্ষা করো মোরে।
ক্ষুদ্র স্বার্থ সংসারের আবর্ত কুটিল মোহাবিষ্ট ঘোরে
ভুলেছি তোমারে পিতা, ভুলেছি দেবতা, ভুলেছি চেতনা।
অন্তরের শুচি স্নিগ্ধ বলিষ্ঠ কামনা
যে প্রেমের মধ্যে পায় আপনার নিত্য সত্য স্থান,
তাহারে হারাই যদি সব আশা হয় যদি ম্লান
কে রক্ষা করিবে মোরে? আবরিত করো তব প্রেমে
ঔদ্ধত্য পীড়ন যত যায় যেন থেমে।
"পিতা নো বোধি" পিতা বোধ দাও তুমি
তোমার চরণ চুমি
সকাতর মর্ম্মস্পর্শী করুণ বেদনা।
"মা মা হিংসী" বলি সজল প্রার্থনা
ধ্বনিয়া উঠিছে আজ সারা বিশ্ব মাঝে
মৃত্যু হতে নিয়ে চল যেথায় জাগ্রত শক্তি নিঃশব্দে বিরাজে।
চেনাও তোমারে পিতা অপ্রেম ঝঞ্ঝায়
রক্তস্রোতে ভাসমান জীবনের ধূসর সন্ধ্যায়
ভাসিয়া উঠিছে যত পাপ-মূর্তি সারা জগতের।
বিশ্বপিতা তুমি আমাদের
তাহার সংহার হতে রক্ষা করো দুঃসহরে করে দাও ম্লান
"পিতা নোঽসি" বলি করি তাই ব্যাকুল আহ্বান।

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি

"পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি" মন্ত্র পড়ি প্রতিদিন
কোনদিন বুঝি নাই গূঢ় অর্থ তার ;
লজ্জা ভীরু প্রার্থনার আকাঙ্খায় আমি শক্তিহীন
একেবারে পেতে চাই পিতারে আমার।
আভিজাত্য অভিমান প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত
অন্ধ মূঢ় সংস্কারের নির্মোক মোচন,
বিসর্জিয়া আপনার ধৈর্যহীন ক্ষুদ্র স্বার্থ-শত
আত্মবিস্মৃতির করি বন্ধন ছেদন—
অনুদার জীবনেরে না পারিলে সত্য করিবারে
সীমাতীত সত্যবোধ লভিব কেমনে ?
সৃষ্টির আলোক মাঝে মর্ত্যপটে দেখিব স্রষ্টারে
নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিত অতৃপ্ত নয়নে।
সাশ্রুনেত্রে চেয়ে থাকি উর্ধ্বপানে নিরখি সতত
সে মন্ত্রের ধ্বনি ফেরে সমস্ত ভুবনে ;
বেদনা মন্থিত ম্লান সংগীতের মূর্চ্ছনার মত
লোকে লোকান্তরে পিতা তোমার অঙ্গনে
তোমা সৃষ্ট জীব লয়ে সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্য বিলাস
বৈচিত্র্যে সৃষ্টিরে তুমি বেঁধেছ বাঁধনে ;
চেতন জগত মাঝে স্নিগ্ধ শান্ত তোমার প্রকাশ
সবারে আপন করি হরষিত মনে।
নিজে তুমি নত হয়ে সন্তানেরে করি দাও বড়

পিতার আনন্দে তব নিত্য পরিচয় ;
কল্প নির্ঝরের মত লীলাক্ষেত্র করিয়া সুদৃঢ়
দাও মোরে সে সম্পদ সে বোধ প্রত্যয়।
আমিত্ব অহংটুকু দুর্মোচ্য যে রহে চিরন্তন
তোমার চরণ প্রান্তে নাহি পারি দিতে ;
আমার অস্তিত্বটুকু নিঃশেষিয়া করি সমর্পণ
অকাতরে তব পায়ে অকুণ্ঠিত চিতে।
আমার সকল সত্ত্বা দৃশ্যহীন কালের পর্য্যায়ে
সীমাহীন শান্তি মাঝে দাও করি শেষ ;
প্রার্থনা মধুর রসে মর্মকোষ দাও গো ভরায়ে
আত্মভোলা আনন্দেরে করিয়া নিঃশেষ।
স্নিগ্ধ শান্ত দীপশিখা সুধারসে জ্বালো অনির্বাণ
তোমার দাক্ষিণ্য মাঝে চেতনা জাগ্রত ;
সীমাভ্রষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণে করি ম্রিয়মান
অহংকারী উচ্চশির করে দাও নত।
তোমারে প্রণমি পিতঃ বারংবার করি নমস্কার
দিকে দিকে প্রসারিত পাদ পীঠ তব
'পিতা নমস্তেহস্তু' বাণী শূণ্যে নভে তুলুক ঝংকার
নিঃশেষে সার্থক করো উপলব্ধি নব।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

অনন্ত ব্রহ্মের সীমা রূপখানি সত্য বলি জানি
সে শাশ্বত চালিয়াছে নিয়মের ধারা পথ মানি।
অনন্ত উৎসর্গ করে অকাতরে নিজেরে সতত
সৃষ্টি মাঝে তাই তার অপরূপ প্রকাশ নিয়ত।
অসীমে সসীমে আর সীমাহীন অরূপে সরূপে
সত্য আর অনন্তের যে মিলন বাক্যাতীত রূপে ;
তারি মাঝে আনন্দের যে নিমেষ কেন্দ্র বৃন্তহীন
যেই ক্ষণে ভক্ত রয় ভগবান ভূজবন্ধে লীন।
লোক চক্ষু অন্তরালে সে রহস্য এ বিশ্ব ভুবনে
পরমাত্মা জীবাত্মার শান্তিময় একান্ত মিলনে।
কর্মের চাঞ্চল্য মাঝে অনুক্ষণ যে শান্তি বিরাজে
দ্বিধা দ্বন্দ্ব মন্থনের আলোড়নে যে মঙ্গল জাগে ;
বলদা আত্মদা সেই অদ্বৈত যে পুরুষ মহান্
সত্য ক্ষেত্রে শক্তি মাঝে আপনারে করে যান দান।
কর্মের কলুষ সাথে হয় দূর জ্ঞানের বিকার
কল্যাণের আবাহনে সুখ দুঃখ হয় একাকার।
সুপ্তোত্থিত অনুভূতি আলোকিত আনন্দের সনে
সত্য জ্ঞান ব্রহ্ম মাঝে মানুষের আত্ম-নিবেদনে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মানি

আত্মার আনন্দটুকু উপলব্ধি যাঁরা
পরিপূর্ণ রূপে তারে করেছে গ্রহণ
কর্মহীন নিরানন্দ অবসাদ তাঁরা
অন্তর সীমান্ত হতে করেছে মোচন।
দুঃখে তাপে অবসন্ন ক্লান্তি নাহি মানি
কর্মেরে বন্ধন বলি না করি স্বীকার
আত্মার মাহাত্ম্যটুকু উদ্‌ঘাটিতে জানি
উচ্চশির নিজ স্থান করে অধিকার।
অন্তর বাহির সব করি সুধাময়
প্রকৃতির নিত্যরস করি আস্বাদন
শক্তিমান জীবনেরে করিয়া অক্ষয়
চায় তারা শতবর্ষ জীবন যাপন।
কর্মের জগত হতে ধর্ম সাধনার
বিচ্ছেদ ঘটায়ে কভু মঙ্গল না হয়
কর্মস্রোতে ভেসে যায় বিকৃতি দুর্বার
শঙ্কাহীন সভ্যতার দেয় পরিচয়।
বর্তমান ভেদ করি মহত্তর প্রাণ
অপার্থিবে পেতে চায় তত্ত্ব আবিষ্কারে
তাই তার দুঃখ মাঝে গৌরব মহান্
সত্য বোধে সৃষ্টি করে নূতন ধরারে।
আলোক উৎসের তীর্থে ভরে দশ দিক
শত বাধা পথ প্রান্তে নিঃস্ব করে দেহ

অমৃতের পুত্র সে যে প্রেমিক নির্ভীক
আশাহীন ক্লান্তি সাথে ঘটায় বিরহ।
হয়ত নিভেছে আলো সন্ধ্যাভ্র শিখরে
অস্তগামী সূর্য আভা হয়েছে বিলীন
অন্তর আলোক পাতে সাধক শিহরে
মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোক নাহি হয় ক্ষীণ
অলক্ষিতে মহাকাল জপে অক্ষমালা
ভবিষ্যের আমন্ত্রণে বিধাতারে নমি
ভয়হীন কর্মবীর একান্ত নিরালা
জীবন মৃত্যুর সীমা চলে অতিক্রমি।

স্বে মহিম্নি

বাইবেলের ভাষায়
সৃষ্টি করলেন ভগবান নিপুণ হাতে মনোরম স্বর্গোদ্যান।
আদিম মাতাপিতার ইচ্ছাকে দিলেন
প্রকৃতির সীমার বেষ্টনে বেঁধে।
বললেন—এই রইল তোমাদের একান্ত প্রাণের রাজ্য।
চিরদিন সন্তুষ্ট থেকো ফলফুলশোভিত এরই স্নেহচ্ছায়ায়
লোভ দিওনা অজ্ঞাত অনধীত জ্ঞানের রাজ্যে।
সব জীবজন্তু রয়ে গেল
সেই সন্তোষের সীমার মাঝে
জীব-প্রকৃতির হাতের ভীরু পুতুল হয়ে।
রইল না কেবল মানুষ
দেবতার প্রতিস্পর্ধী সে
তৃপ্তিহীন আকণ্ঠ তার ক্ষুধা
সীমা নেই তার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির।
আশ্রিতের আশ্রয়কে বিদ্রূপ করে
দুইবাহুমুক্ত-বেরিয়ে পড়ল সে নিয়মের বেড়া ভেঙ্গে
দেবতার অভিশাপ-দুঃখকে পাথেয় করে
লতা জাল জটিল দুর্গম অরণ্য কেটে
তৈরী করল অজানা সীমানার কঙ্করময় বন্ধুর পথ।
দুই পায়ে ভর দিয়ে
উর্ধপানে চেয়ে

এসে দাঁড়াল নিরাভরণ পৃথিবীর বুকে
পেটের ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে।
বেছে নিতে হল নিত্য কালের ধর্ম
উদয়াস্ত ঘর্মাক্ত কলেবর কঠোর পরিশ্রম।
জমিয়ে তুলল সংস্কারের অজস্র আবর্জনা
কিন্তু তার যে অনাদি ক্ষুধার লোল-জিহ্বা
রইল না কাজের বিরাম
প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যে আর অহংকারের ঔদ্ধত্যে
চলল নিরলস কর্মোদ্যম।
যারা চতুষ্পদ রয়ে গেল—
কালের অদৃশ্য চক্রে
পারল না দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলতে
তারা হয়ে রইল মানুষের ভক্ষ্য।
এল মহামারী, বজ্রপাত, দুরন্ত প্রলয়
কত অজানা দুষ্ট গ্রহের বিভীষিকাময়ী ভ্রূকুটি।
শুনল মহারণ্যের ক্ষুব্ধ প্রলয় নিনাদ
দেখল ঘূর্ণি ঝড়ের উদাসী মেঘের তাণ্ডব লীলা।
রৌদ্রদগ্ধ ধূলিলিপ্ত দিন কাটাল পথে পথে
না-জানা ষড়ঋতুর উপহার নিল মাথা পেতে।
ব্যাহত হল না তার শক্তি
দেখাল মুক্ত দুই বলিষ্ঠ বাহুর প্রবল প্রতাপ
দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করে
বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়।
ছুটে চলল তন্দ্রাবিহীন কিসের অন্বেষণে দিকে দিকে
আহরণ করল জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন।

আত্মশক্তিতে বৈচিত্র্যবান জীব
আয়ত্ত করল বেদ, বেদান্ত, পাতঞ্জল, কৌশিক, জ্যোতিষ
মেনে নিল সকল শাস্ত্রের নির্দেশ।
গড়ে তুলল সভ্যতা, প্রাসাদ, অভ্রভেদী হর্মনিকেতন।
বেরিয়ে পড়ল অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপে দিগ্বিজয়ে
অপরাহত পৌরুষের তেজে।
দেখাল বীর্যের সঙ্গে ধৈর্য, শক্তির সঙ্গে শান্তি।
হ'ল কত সাম্রাজ্যের
কত সভ্যতার উত্থান পতন।
তবু তার তৃপ্তি নেই ক্ষুধাতুর মনে—
আরও চাই যে তার
পেতে চায় পরম আনন্দের স্বাদ
শেষ লক্ষ্য স্বর্গ—দেখতে চায় পরম পিতাকে।
পূজার আসন পেতে বসল তাঁর ধ্যানে
অর্থহারা আচার বিচারের মোহজাল বিস্তার করে।
অদম্য নিষ্ঠায়
প্রেমের দীক্ষায় ত্যাগ করল সংসার।
অন্তরতম সত্যের মধ্যে
সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠার সাধনায়
উপবাস-শীর্ণ-তনু ঘুরল পথে পথে তীর্থে তীর্থে
পরল অহংকারের-পাকে ঘেরা ললাটে
ত্রিপুণ্ড্র তিলক—রক্ত চন্দন ;
দীর্ঘ প্রহর কাটাল ব্রত অনুষ্ঠান যজ্ঞে
বন্ধন মোচনের সাধন মন্ত্রে।
দার্শনিক দিলেন তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ় রহস্যের নির্দেশ

কবি লিখলেন অনবদ্য মহাকাব্য উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ ছন্দে
শিল্পী আঁকলেন সুন্দরের ছবি রংএর তুলির নৈপুণ্যে
বাজালেন বাঁশী বিভাসে ললিতে
বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ দিলেন নব নব বিধানের ভাষ্য।
উদারতর মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা
বিশ্বজয়ী হবার আশায়
উঠল মাথা চাড়া দিয়ে।
চিন্তাক্লিষ্ট মনে মানুষের পরম আকুতি
অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদ
কোন্ শূন্যতার ধ্যানে এতদিন কাটাল সে ?
বিশ্বের প্রসাদ স্পর্শে
আবার চলল সাধনা নূতন উদ্যমে।
পেতে হবে স্বর্গ—কোথায় সে ?
সে না আছে সংসারের কোলাহলের ভেতর
না আছে তুষার শুভ্র অনন্ত নীরবতার মাঝে।
বিশ্বপিতা কি স্বর্গ রাখেন নি কোথাও ?
অন্তরে লাগে গোধূলির মালিন্য
ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা—
কেন ভগবান খর্ব করলেন তাঁর নিজের শক্তি ?
চিন্তাপরায়ণ বীক্ষণশীল মনে
জাগল বেদনাময় অনুভূতি।
সংসারের উপকরণ পীড়িত হৃদয়ের মধ্যে
পরম বাণীর মত এল চেতনা
অযোগ্য অপূর্ণ মানুষকেই তৈরী করতে হবে স্বর্গ
সত্য মঙ্গল ও আনন্দের বন্যা ধারায়

এ সংসারকে পরিণত করতে হবে স্বর্গে।
আত্মীয় অনাত্মীয় স্বজন পর শত্রু মিত্র
বিদ্বেষ অনুরাগ ঈর্ষা মৈত্রী
সব নিয়ে চলতে হবে জীবনের জয় যাত্রায়।
গড়তে হবে স্বর্গ।
কিন্তু সে কি একা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ?
কানে ভেসে এল অন্তর দেবতার বাণী
"তোমাতে আমাতে মিলে রচনা করব সেই স্বর্গ
যার জন্যে আত্মপরিচয়হীন তুমি ছুটে চলেছ
উদ্‌ভ্রান্তের মত দিগ্বিদিকে।
অপেক্ষা করে আছি আমি তোমারই জন্য
তোমার অভাবে আমার স্বর্গ সৃষ্টি রয়েছে অসমাপ্ত।
তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয় নি
তাই অসম্পূর্ণ
রয়ে গেছে আমার চরম সৃষ্টি
বসে আছি তোমারই প্রতীক্ষায়।"
বোধ যার কর্ম তার
সকলে মিলে তৈরী করতে হবে স্বর্গ।
দীপ্যমান কল্যাণের মঙ্গল স্পর্শে
তৈরী করতে হবে মানুষকে।
তারপর পৃথিবীর বিপথগামী আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বলতম মানুষ
যতক্ষণ না মনুষ্যত্বের সব উপকরণ হাতে নিয়ে আসবে
যতক্ষণ না সে লাভ করবে দিব্য জীবন
ততক্ষণ তাঁর স্বর্গ রচনা শেষ হবে না।
ভাবীকালের আমন্ত্রণ নিয়ে

সেদিনও কি বিধাতা
আবার অপেক্ষা করবেন যুগ যুগান্তর ধরে
অন্তহীন মহাকাল
আর কতদিন ঘুরবে গোলক ধাঁধাঁয় ?
তিনি যে পৃথিবীর জন্যে অপেক্ষা করেছেন বহুদিন।
সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে
বিশ্বের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
কত বাষ্প দহন সূর্যতাপের ভেতর দিয়ে
ক্রমশঃ শীতল হয়েছে পৃথিবী
কঠিন হয়েছে তার মাটি
হয়েছে উপলখণ্ডে আস্তীর্ণ
সাগরাম্বরা পৃথিবীর হয়েছে নবজন্ম।
কিন্তু সে ত অসুন্দর অনুর্বরা পৃথিবী
জীবধাত্রী জননীর রূপ তাকে নিতে হবে।
এসেছে সৌন্দর্য্য বিকাশের পালা
ফুটেছে ফুল ফল
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা।
লক্ষ কোটি বছর লেগেছে তার শস্য শ্যামলা হতে।
ঠিক তেমনি আনন্দের স্বর্গলোক
বাষ্প আকারে রয়েছে
আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায়
স্তব্ধতার অব্যক্ত গভীর থেকে
প্রকাশ চাইছে প্রচ্ছন্ন বেদনায়।
আজও তা দানা বেঁধে ওঠে নি
লাগবে অনেক যুগ

ধ্যানোদ্ভবের পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করতে।
এত দিনের সাধনার পর মানুষ বুঝেছে
ভগবানের সমকক্ষ হওয়া দুরূহ।
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে গিয়ে
অন্তরে বোধ জেগেছে
ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্
বিশ্বচরাচরের সবই ত তাঁর দ্বারা আবৃত ;
তাঁরই দেওয়া জীবন ধন মান,
মানুষ ভোগ করে এসেছে এতদিন।
মনে পড়েছে তার অগণিত যুগযুগান্তর পরে
স্বর্গোদ্যান থেকে বিদায় নেবার সেই বাণীহীন বেদনার দিন
আজও সেই অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ নিশ্চেষ্ট নন
বসে গেছেন তাঁর নিরলস রচনা কার্যে
চাইছেন আমাদের সঙ্গ।
উৎকণ্ঠাকম্পিত আমরা ডুবে আছি বৈষয়িক চিন্তায়
অসম্ভবের আকাঙ্খায় ভুলে যাচ্ছি বিধাতার দান।
তুচ্ছ চাঞ্চল্যের বিফল্ল আস্ফালন
ক্ষনিক তেজের নিরুদ্ধ অভিমান
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাসের আক্ষেপ
একেবারে ত দূর হয় নি।
এ ভুল এ মোহ যেদিন ভাঙ্গবে
অন্ধতমিস্র রজনীর অন্ধকারে জীবনের শেষ প্রান্তে
আমাদের পথ করে নেবো সেদিন
মৃত্যুহীন জ্যোতি উৎসে।
যেদিন জীবন বীণায় পড়বে পরজের বিহ্বল মীড়

—৩

লোকান্তরের অস্পষ্ট বাণী পৌঁছুবে কানে—
শুভদৃষ্টির প্রদীপ জ্বেলে
সেদিন যেন অন্তরের অজানারে বলতে পারি—
এতদিনে এসেছে তরঙ্গমন্দ্রিত সমুদ্রতীরে
অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণের স্পন্দন—
অনির্বচনীয়ের আহ্বান।
যাবার সময় রেখে গেলুম আমার শ্রীভ্রষ্ট জীবনে
একটু স্বর্গের আভাস—একটু মঙ্গল।
থরে থরে স্তূপাকার করেছি
জীবন-ভরা অপরাধ
নষ্ট করেছি বহু অমূল্য সময় ;
সংযম, সুচিন্তা ও সৌন্দর্য
ধূলিলিপ্ত জীবনসন্ধ্যায় ফেলেছি হারিয়ে
অনাদরে অবহেলায়।
তবু ত কিছু দিয়েছি উপকরণ
কিছু অজ্ঞানতা করেছি দূর
আমার আত্মত্যাগে হোক্ সুন্দরের ক্ষণিক সার্থকতা
শাশ্বত অধ্যায় সৃষ্টি করবার
ভার তিনি যে দিয়েছেন স্বয়ং আমাদের—
সে কর্তব্যে অবহেলা করে এসেছি এতদিন।
সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে
আনন্দের রসে, অন্তরাত্মা শান্তি সৌম্যে
পূর্ণ হয়ে ওঠেনি।
তিনি নিজে পরম সুন্দর
জগৎকে সাজিয়েছেন সুন্দরতর করে।

কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবীর শোভা দেখে
অতৃপ্ত লোভ আমাদের বেড়েই চলে
চাই বিধাতার সৃষ্টির মত আমারও সৃষ্টি।
উপকরণ কই ?
সময় ত হয় নি।
ব্রাত্য পংক্তিহারা আমি
জীবনকে তাঁর সুধারসে মনঃসীমানার
কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়ে
যেদিন নিজেকে নিবেদন করতে পারব একান্ত মনে ;
অগণ্য বিস্মৃতির স্তর পার হয়ে
সেই দিনই অচঞ্চল শান্ত মহিমায় জীবন হয়ে উঠবে ধন্য
অমরাবতীর মর্ত্য প্রতিমায়।
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নিবেদন আর কোথায় ?
ভাঙ্গতে পারছি কই
অনিশ্চয়তার আবেষ্টনী ?
অহোরাত্র তাঁর পূজার থালার নৈবেদ্য থেকে চুরি করছি
পরিপূর্ণ নিবেদনের সামর্থ্য ফেলেছি হারিয়ে।
নিষ্কলঙ্ক তুষারস্রুত অমৃতধারাকে
শুচিরিক্ত করেছি উচ্ছিষ্ট।
এ জীবন শেষ নয়—এ পৃথিবীও শেষ নয়—
জন্মের অন্ত নেই, জীবনেরও অন্ত নেই।
প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহে
বেরিয়েছি অনন্তের তীর্থযাত্রায় তোমার দর্শনে
কোথায় তুমি প্রভু ?
কোথায় তোমার দুর্গম দুর্গের জয়তোরণ ?

সংসারশ্রমে ক্লান্ত অক্ষম
অবসাদগ্রস্ত আতঙ্কপাণ্ডুর দুর্বল আমি
জড়িয়ে আছি অসত্যে আর অজ্ঞতার মায়াজালে।
স্মৃত বিস্মৃত মাধুর্যে
আমার বাঞ্ছিত স্বর্গ গড়া হল না।
আমার সমস্ত দুঃখের বোঝা
শক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন
দিলুম তোমার পায়ে ফেলে।
তুমি আনন্দ, তুমি অমৃত, তুমি সুন্দর
মৃত্যুর পথ পরিক্রমায় তোমার সঙ্গে
যেন লোকান্তরে অমৃতলোকে মিলন হয়।
তখনই গড়ে উঠবে শান্তিসাধনার পরিপূর্ণ স্বর্গ—
প্রেমের শতদল পদ্ম উঠবে ফুটে—
মরণ যজ্ঞের প্রাণ মহোৎসবে
হবে আত্মজয়ী আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি
চৈতন্যের উদ্বোধন।
মৃত্যুবিজয়ী আমি—
ভেসে আসবে কানে অনাদি কালের প্রশ্ন
বিশ্বচরাচরের মর্মমাঝে
"হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর তুমি কোথায়?
কোথায় তুমি প্রতিষ্ঠিত?"
শুনতে পাব ব্রহ্মবাদীর আবহমান কালের উত্তর
"স্বে মহিম্নি"
প্রভু, তুমি আপন মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

বিচিত্র শক্তির রূপ চোখে মোর পড়ে বারংবার
অশুভ সংশয় কত শতেক কামনা ;
ভীরু মনে জাগে ভয় না দেখিয়া পর্যাপ্তি তাহার
পায় বাধা অন্তরের নিহিত কামনা।
অমোঘ নিয়ম মূলে যবে দেখি সর্ব শক্তি মাঝে
পরম শান্তম্ রহে নিত্য বিদ্যমান ;
তখনি শান্তির বাণী নবরূপ দেয় সব কাজে
নিয়মস্বরূপ তিনি শান্তম্ মহান।
প্রবৃত্তি রূপিনী শক্তি মানুষের সংসার তুয়ারে
বার বার আপনার প্রকাশে কামনা ;
যতক্ষণ নাহি পারে মনোবলে জিনিতে তাহারে
দুঃখ শোক নিরন্তর করে যে উন্মনা।
সমস্ত শক্তিরে তাই শান্তি মাঝে করিতে বিকাশ
প্রথম কর্তব্য ব্রত দাও সকলেরে ;
যখনি লভিব সিদ্ধি দেখিব যে পরম প্রকাশ
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শান্ত স্বরূপেরে।
অসংখ্য শক্তিরে তিনি অসংকোচে করি নিয়মিত
উদাসীন চিরন্তন আসীন আসনে ;
শান্তির সাধনা তাই সাধুজন করেন বিহিত
ব্রহ্মচর্য শিক্ষাশ্রম প্রথম জীবনে।
শক্তিরে আয়ত্বে আনি নিদ্রাহীন সংযমের সাথে

নিত্যকর্ম সমাপন হয় অনায়াসে ;
আত্মপর ভালোমন্দ পাপপুণ্য ঘাত প্রতিঘাতে
সংসারের শান্তি আনে কাহার প্রয়াসে ?
শিবম্ মঙ্গল তিনি না থাকিলে জগতের মাঝে
ধ্বংস হত চিরতরে মানব সমাজ ;
প্রলয় ঘটিত সেথা প্রকৃতির নানাবিধ কাজে
অশান্তি অশুভ যত করিত বিরাজ।
ব্রহ্মচর্য পরে তাই গার্হস্থ্য যে শাস্ত্রের বিচার
আগে শিক্ষা পরে হয় কর্মের বিধান ;
প্রথমে শান্তম্ জ্ঞান সনাতন অনন্ত অপার
কর্মের মাঝারে তাই শিবম্ মহান।
কঠোর কর্তব্য ব্রত মানুষের জীবন ধারণ
শিক্ষা দীক্ষা অর্থ কর্ম শেষ তার নয় ;
অখণ্ড প্রেমের মাঝে নির্বিকার আনন্দ যাপন
পরিণাম অদ্বৈতম্ শুভ শান্তময়।
মঙ্গল সাধন মাঝে ক্ষয় হয় কর্মের বন্ধন
দূর হয় অন্তরের অহমিকা যত ;
ঘুচে যায় আত্মপর ভেদাভেদ বিষাদ ক্রন্দন
ক্ষমা প্রেম করুণায় শির হয় নত।
সাধনার সিদ্ধি সাথে সর্ব কর্ম হয় অবসান
পরিপূর্ণ অন্তরের শাশ্বত সে জয় ;
বিধাতাপ্রসাদপুষ্ট জীবন যে সুন্দর মহান্
অকৃতার্থ অসংগত অর্থহীন নয়।

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত

প্রতিদিনের কর্মটিরে চিরদিনের সুরে
ক্রমে ক্রমে বেঁধে যখন তুলি,
সেই সাধনা সত্য বলি মনের অন্তঃপুরে
ধর্মরূপে বিশ্ব ভুবন ভুলি।
আত্মারে মোর সকল কাজে ব্রহ্মে নিবেদন
গেয়ে চলি আপন ভোলা গান,
সকল কাজে আত্মপ্রকাশ, আত্মসমর্পণ
অকারণে বহে প্রেমের বান।
পূর্ণতা যে তারই মাঝে মুক্তি যে সেই ধ্যানে
বিশ্বজোড়া বিরাট ক্ষেত্র মাঝে,
মানবাত্মা চলছে চির সনাতনের পানে
অনাদ্যন্ত নিত্য নূতন সাজে।
উদ্‌ঘাটিয়া দাও গো তুমি মোহের আবরণ
উদাসীনের নিদ্রা কর দূর,
অন্ধকারের অজ্ঞতা সব করি বিদারণ
জ্বলুক আলো আনন্দ মধুর।
বিপুল ইতিহাসের ধারা দূরত্যয় পথে
বসুন্ধরায় করি কম্পমান,
যে সারথি আছেন বসে বিজয় স্বর্ণ রথে
রথীরে তাঁর কর্তে বল দান।
ঝঞ্ঝামুখর সকল বাধা অকূল সংসারে

আঁধারভরা রাত্রির দুর্গমে,
নেত্র তাঁহার জাগ্রত রয় আলো-অন্ধকারে
রথীর সাথে মিলন সঙ্গমে।
এ সংসারে সর্ব কর্মে যেমন আপনারে
বারে বারে করছি প্রকটিত,
আপন মাঝে তেমনি মোর দেখি যেন তাঁরে
অরূপ রূপে নিত্য বিলসিত।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব

পৃথিবীর দিকে দিকে দুর্বিষহ শত অপরাধ
জীবনেরে করিছে বিস্বাদ ;
শঠ প্রবঞ্চক দল পথে ঘাটে দুর্জয় দুর্বার
লোকের মুখের অন্ন কাড়ে বারবার।
সত্য, নিষ্ঠা, ধর্ম, প্রীতি, অর্থহীন বাক্য শুধু আজ
উৎপীড়িত সংসার সমাজ ;
মানুষ মানুষে হানে মৃত্যুবান দীর্ণ করে সবল দুর্বলে
মোহপাশে আবদ্ধ সকলে।
স্বার্থান্বেষী চক্রীদল আয়োজিত সর্বনাশী ফাঁদে
ধরা দিয়ে অসহায় কাঁদে।
অনাচার ব্যাভিচার অন্তহীন তাণ্ডব লীলায়
জীবনের শান্তি নীড়ে প্রলয় ঘণায় ;
দুষ্কৃতের দয়াহীন অবজ্ঞার নিষ্ঠুর পীড়নে
শঙ্কা জাগে মনে।
অন্তর মথিত করি সকাতর তাই ত প্রার্থনা
বিশ্বপিতা সব পাপ করগো মার্জনা।
পাপী একা কোনদিন নিজ দোষে শাস্তি নাহি পায়
সারাবিশ্ব কাঁপে তার পাপ বেদনায়।
পিতৃঅপরাধ পুত্র করিছে বহন
বন্ধুঅপরাধে বন্ধু মাথা পেতে লইছে শাসন।
একের পাপের বোঝা বহে অন্যজনে
মানুষে মানুষে বাঁধা অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

অতীত ভবিষ্যৎ আর দূরে দূরান্তরে
মানুষের সম্বন্ধ যে গাঁথা পরস্পরে।
হৃদয়ের গ্রন্থিমাঝে ঐক্যের বাঁধন
আত্মার আত্মীয় রূপে করেছে আপন।
একের পাপের তাই প্রায়শ্চিত্তখানি
সবারে করিতে হবে জানি।
যে হৃদয় সুনির্মল প্রীতিতে কোমল
দুঃখের আগুন তারে দহিবে কেবল ;
দেখিবে সে আর্তচোখে জুড়ি সারা পৃথিবী বিশাল
দুর্য্যোগের জ্বলিছে মশাল।
মেদিনী কম্পিত করি অভিশাপ বেদনার ভারে
রুদ্রদেব আসে বারে বারে ;
হৃদয়ের তন্ত্রী যত শক্তিদম্ভে ছিন্ন ভিন্ন করি
বিনাশের অগ্নিকুণ্ডে দেয় সব ভরি।
মানুষের সুখ দুঃখ এক করি একটি যে বিরাট বেদনা
পরম প্রেমের নীড় করেছে রচনা ;
সে প্রেম জাগ্রত রয় চির অনিদ্রায়
একের বেদনা ভার সবারে কাঁপায়।
অন্তরআহ্বান তাই বিশ্বপিতা করগো মার্জনা
এই শুধু ব্যাকুল প্রার্থনা।
শুচি করি জীবনেরে অমলিন তপস্যার সাথে
দুঃখেরে বরণ করি অমোঘ আঘাতে ;
নিজের পাপের সনে দীর্ঘ দিন করিয়া সংগ্রাম
নিপীড়িত দুঃখদগ্ধ হয়ে অবিরাম,
নিজের জীবন যদি পরিপূর্ণ ভরে

উৎসর্গ না করি আমি সকলের তরে
পৃথিবী-জীবন ধারা শাপমুক্ত হবে না নির্মল
আকাঙ্খিত সর্বব্রত হইবে নিস্ফল।
নত করে দাও মাথা দুঃখভারে দুঃসহ দুর্ভর
ভুলি আত্মপর
আপন হৃদয়খানি করি তাঁর চরণে অর্পণ।
তোমার নিষ্ঠুর প্রেম নির্মম কঠিন হাতে করুক দলন
সব অপরাধ
নব উদ্বোধন মাঝে দেবতার লভিব প্রসাদ।
প্রলয়দাহের তীব্র যে রুদ্র দীপ্তিতে
ধ্যানমগ্ন দেখেছি চকিতে
দাঁড়াইয়া আছ পিতা কল্পনির্ঝরের মত সম্মুখে আমার।
প্রলয়ের অভ্রভেদী মর্মস্পর্শী অন্ধ হাহাকার
তার উর্ধে পুঞ্জীভূত থরে থরে পাপের বৈভব
দহনঅনলে তারে দগ্ধ করি সব
তোমারি প্রকাশ পিতা দৃষ্টির উৎসব মাঝে হ'ল অকস্মাৎ
হানিয়া আঘাত।
করজোড়ে কহিলাম আমি
অখিলের স্বামী
যুগে যুগে পুঞ্জীভূত বিশ্বপাপরাশি
ভস্মীভূত কর প্রভু আসি।
দুইচক্ষু বহি নামে অবিশ্রান্ত শ্রাবণের ধারা
উন্মুক্ত নির্ঝরা।
মার্জনার ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে কম্প্রকণ্ঠে বলি বারংবার
তোমার অনন্ত প্রেম তোমারেই করি নমস্কার।

আবিরাবীর্ম এধি

আমার মাঝে তোমার প্রকাশ দেখাও জ্যোতির্ময়
দেখাও তোমার আলোর ধারা ওগো মৃত্যুঞ্জয়।
অপ্রকাশের সকল বাধা কাটিয়ে জ্বলুক আলো
নইলে জীবন উঠবে হয়ে মরু নীরস কালো।
স্রোতের টানে শৈবাল দল যেমন ভেসে যায়
ব্যর্থজীবন কূল নাহি পায় ঘাটের কিনারায়।
অন্ধকারে চিন্তাভীরু অসুন্দর চিত্ত দীপ্তিহীন
ছন্দ হীনের সুরের বীণা ক্রমেই হবে ক্ষীণ।
সকল কলুষ মুছে দিয়ে তোমার পরশ খানি
আমার আপন সত্ত্বাটুকু মিলিয়ে দেবে জানি।
দেখব চেয়ে মানবশিশুর মহৎ অধিকার
তোমার জ্যোতি আমার মাঝে হউক একাকার।
আপনারে তাই প্রকাশ করো ওগো জগৎস্বামী
ভূমার মাঝে দেখব আমার চিরন্তনের আমি।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং

জগতের সব কিছু দেখি যেন ঈশ্বরের মাঝে
দেখি শুধু সত্য তিনি সর্বময় বিচিত্র ব্যাপারে।
সত্যকে প্রকাশরূপ চিরন্তন একমাত্র কাজে
নব নব রূপ দেন যুগেযুগে মানব সংসারে।
চিরন্তন সে শাশ্বত দিনেদিনে জীবনের মান
বিকশিবে ঊর্ধলোকে নবজন্ম লভি চেতনায়।
সেই মুক্তিসরোবরে চাই মোরা করিবারে স্নান
প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই দয়াময় হে প্রভু তোমায়।

তমেবৈকং জানীথ আত্মানম্

একটি মাত্র সত্যের জন্য
মানুষের নিরুদ্দেশযাত্রী অশান্ত মন সদাই চঞ্চল।
তার সব অসংলগ্ন আশা আকাঙ্খার মূলে
রয়েছে লাবণ্যময় আত্মবোধের সাধনা।
জ্ঞানের প্রখর সূর্যালোকে বা অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে
যদি সে সত্যিকরে অন্তরে পরিপূর্ণরূপে কাউকে চায়
সে হচ্ছে এই নিজেকে।
বিশ্বজগতের একটি সম্ভাব্য বিপুল আয়তনের মাঝে
পরমসুন্দর করে মিলিয়ে নিয়ে
একান্ত আপন ভাবে পেতে চায় মানুষ—
আনন্দময় আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধি
স্বর্গ-ঘেঁসা মাধুর্যের নবীন ইন্দ্রধনু।
সে বোঝে সত্য নয় বিরোধ, সত্য নয় বিচ্ছিন্নতা
বিরোধহীন স্তব্ধতার নীলাঞ্জন রেখার ভেতর দিয়ে
অসংখ্য কল্পকল্পান্তরের আবর্তনের মাঝে—
অব্যক্তের গোপনতম অন্তঃপুরে
একটি বিশ্বসংগীতের রোমাঞ্চিত মধুরতম প্রকাশই
বিরোধের একমাত্র সার্থকতা।
সেই সংগীতের আত্মহারা মূর্চ্ছনার মাঝে রয়েছে
নিত্যকালের ছন্দে অবিচলিত পরিপূর্ণ আনন্দ।
নিঃসহায় মানুষ সেই নিঃশব্দ সাধনায় মগ্ন

মুখে তার একটি মাত্র বাণী
জানো সেই এককে, জানো সেই আত্মাকে।
নিজের মধ্যে সেই এককে পেয়ে
মানুষের মন যখন শান্ত, প্রবৃত্তি যখন ধীর সংযত
তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না
তার এই অসীমএক খুঁজছে কাকে ?
জীবনের গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবৃত্তির ধনাগার—
তার আকুতি সঞ্চয়ের পরিচয় প্রকাশের চাঞ্চল্যে।
কিন্তু যেটি হচ্ছে মানুষের নিত্যকালের এক
চিরন্তনের আপনি
সে খুঁজছে
একটি অপ্রকাশিত অসীমএককে
একটি আত্মনিবিষ্ট অসীমআপনিকে।
পাথেয় করতে চাইছে
নিজের ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে
তবেই সে পাবে অবারিত শান্তি।
যিনি একরূপকে প্রকাশ করেছেন বহুধা করে
তাঁকে যাঁরা আপনারএকের মধ্যে
দেখেন এককরে
তাঁরাই ত নিত্য সুখের অধিকারী।
অসীমকালের বুকে অনাদিকালের মায়ায়
আত্মার সঙ্গে এ ভাবে পরমাত্মাকে দেখা সম্ভব—
একমাত্র সহজ আত্মবোধের দৃষ্টিতে
ভাষাহীন অর্থহীন দৃষ্টিতে নয়।
সে দৃষ্টির সহজ ধর্ম

পরমএকের সঙ্গে
আনন্দে মিলিত হয়ে দেখা।
তিনি যে পরমাত্মা
আমাদের পরমআপনি
সেই পরমআপনিকে জানতে হলে
সংশয়হীন বোধশক্তি দিয়ে
আপন করেই জানতে হবে।
তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট
তাই ভক্ত রসরূপে আনন্দরূপে
তাঁকে একেবারেই একান্ত করে পায়।
বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে
নিরাশার মালিন্যে বিফলে ফিরে আসে
সেই ব্রহ্মের আনন্দকে
বোধের মধ্যে যখন পাই
তখনই সমস্ত ভয়ের অবসান
জীবনের স্মৃতিদীপে সুন্দরের আবির্ভাব

এষাস্য পরমা গতিঃ

বলিয়াছে সুধীজন অমৃতের আমি অধিকারী
আমি শুধু পারি
পরমআমির সাথে যুক্ত হয়ে যেতে
স্মিত আনন্দেতে
আলো আর আঁধারের মিলন সাগরে
নির্লিপ্ত প্রহরে।
যিনি বিশ্বরূপে সদা আপনারে করিছেন দান
তার প্রতিদান
দিতে পারি আত্মনিবেদন রূপে চরণে তাঁহার
আপন সত্বার।
হৃদয় সৈকত তটে অমৃতের নবীন আহ্বানে
বাজে কানে কানে
ভূমার আনন্দময় চিরন্তন বাণী
দেয় মোরে আনি
অন্তরের বোধশক্তি অসীমের মঙ্গল প্রকাশে
দেয় অনায়াসে
উদ্বেলিত আনন্দের উপলব্ধিটুকু সুধার আস্বাদ
দেবতা প্রসাদ।
তাঁহার পরশটুকু যিনি মোর গতি ও আশ্রয়
পরম নির্ভয়
সিদ্ধির আনন্দ তিনি তপস্যার ধন
নিকট আপন।

আনন্দ রূপমমৃতং

সুপ্তিমগ্ন চিত্তলোকে ধীরে ধীরে উন্মেষিল জ্ঞান
অন্তরের জাগিল আহ্বান।
উদিল প্রভাত সূর্য্য অস্তে গেল রবি
মনোমাঝে জাগে প্রতিচ্ছবি।
জীবন মৃত্যুর খেলা আলো অন্ধকার
ধীরে ধীরে করিল বিস্তার
মনের গোপন কোণে ভাল মন্দ ভয়
অন্তহীন জাগায় বিস্ময়।
সুখ-দুঃখ, হর্ষ-ক্ষোভ সত্য সাথে ঘটাল বিচ্ছেদ
অন্তরেতে দিল আনি ভেদ।
দ্বন্দ্ব চলে অহরহ খুঁজে ফিরে সত্যের সন্ধান
নিত্য নব লভে অভিজ্ঞান।
সব দ্বন্দ্ব অতিক্রমি শাশ্বতের দ্বারে আসি কয়
এতদিনে হয়েছি নির্ভয়।
অখণ্ড সত্যের মাঝে নিত্য সুধা অমৃতের বাণী
প্রতিদিন দেয় তারে আনি
পূর্ণতার গোপন ঈঙ্গিত নেপথ্য প্রাঙ্গণে
মধুময় উৎসের সন্ধানে।
পরিপূর্ণ সত্য আর অনন্তের অসীম ছায়ায়
আপনারে আপনি হারায়।
লক্ষ কোটি বৎসরের অসাধ্য সাধন
দিল তারে নিজের আপন।

আত্মা পরমাত্মা সাথে মিলনের অভিষেক লাগে
শাশ্বতের দীপশিখা জাগে
সৌন্দর্যের অনুভূতি বিচ্ছুরিত আলো আলোময়
মর্ম তারে করি নিল জয়।
জয়ের আনন্দ নহে নিবৃত্তির শূন্য সাধনায়
বেদনার চরিতার্থতায়;
জীবন মৃত্যুর পরে বিরাটের সেই পরিচয়
মানুষ করেছে তারে জয়।
স্বর্গ হতে আসি নামি মর্ত্ত্যের দুয়ারে
বীরত্বের বীর্যমদ ভারে
দুঃখের দুর্গম পথে মৃত্যুকে সে করেছে স্বীকার
অমৃতেরে করি অধিকার।
দ্বন্দ্বের তুফানে ধর্ম চিরদিন ধরিয়াছে হাল
বর্ণময় জ্বেলেছে মশাল।
পার করি দেখায়েছে অক্ষত আত্মাবে
চৈতন্যের উজ্জয়িনী পারে।

রসোবৈ সঃ

ত্যাগের দুর্গম পথে চলেছিনু বলিষ্ঠ বিশ্বাসে
আজও মনে ভাসে
কাহার নির্দেশ ঘিরে
প্রত্যুষের রঙিন প্রহরে ফুটেছিল ধীরে ধীরে
অন্তর কোরকে নিত্য ঘাত প্রতিঘাতে
পরম সত্যের মাঝে চিরদিন আছি তাঁর সাথে
দেশে দেশে কালে কালে তাঁর পুণ্য স্থান
এ বিশ্বাস অসংশয়ে শক্তি করে দান।
সত্যরূপে সকলেরে পরম আদরে
নির্ভয় আশ্রয় তিনি দেন অকাতরে।
মাঝে মাঝে সাধুজন ধর্ম সাধনায়
নিষ্ঠুর দৃঢ়তা মাঝে সঙ্গতি হারায়।
আপনার মন মাঝে কঠিনতা হইয়া প্রবল
অপরের অনৈক্যেরে আঘাতে কেবল।
ক্ষমাহীন সুদুঃসহ শুচিতার পথে
সবারে আনিতে চায় আপনার মতে।
সাধনার সূচীভেদ্য লৌহ আবেষ্টন
উদ্ধত সীমার মাঝে রহে অচেতন।
বিলুপ্ত সেথায় তার সত্য সার্থকতা
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের ব্যথা
সঙ্গীহীন অসহায় ক্রন্দিত আত্মার
রহে সেথা অবরুদ্ধ দ্বার।

ধর্ম সাধনার মূলে রসময় গতি তত্ত্বখানি
সার্থক করিতে হবে জানি।
সুকঠোর ধর্মনীতি শুধুমাত্র ধারণ প্রয়াস
অন্তরের মাধুর্যের সে নহে প্রকাশ।
ভিতরে কঠিন হয়ে বাহিরেতে সুনম্র মধুর
মঞ্জুল মর্মরে তার তোলে নব সুর।
থরে থরে পুঞ্জীভূত লৌহ পিণ্ড প্রস্তর কঙ্কর
কঠিন পৃথিবী প'রে অন্ধ মূক জমিয়াছে স্তর ;
অন্তর বাহির তার শুধু যদি হইয়া কঠিন
দেখাত চরমরূপ রুক্ষ রসহীন—
তাহলে ধরিত্রী হ'ত বন্ধ্যা সর্বনাশী
শূন্য মরুভূমি তপ্ত সুকঠিন পাথরের রাশি।
তাই সেথা বিধির বিধানে
অন্তরে সুষুপ্ত কোন বেদনার টানে
জমিয়াছে রসের বিকাশ
বিশ্বের সঙ্গীত যজ্ঞে কোমল সুন্দর সৌম্য বিচিত্র বিভাস।
নীরস প্রস্তর ভেদি পৃথিবীর শক্তির আগ্রহ
সৌন্দর্যের যৌবনের প্রাণের প্রবাহ
বহে নিরন্তর
আপন সার্থকরূপে অনিন্দ্য সুন্দর।
প্রকৃতির শ্যাম-শোভা পরম বিস্ময়
স্থিতির উপরে গতি লীলা ছন্দে দেয় পরিচয়।
নম্রতার জীবন্ত সে রসের সঞ্চারে
নবীনতা আনে বারে বারে।
দুঃখের মালিন্য ভেদি রসময় প্রাণময় ভাবময় গতি

অসীম বৈচিত্র্য-মাঝে জানায় প্রণতি।
সরস মাধুর্যে নত প্রেম ভক্তি আনন্দের মাঝে
আপনারে বিস্তারিয়া দেয় সর্ব কাজে।
বিশ্বপিতা নিজে হন নত
সেখানে সুন্দর তিনি আত্মসমাহিত।
মাতা পিতা নত হয় শিশুদের স্নেহে
বিগলিত করুণায় ভালবাসে সকলেরে পরম আগ্রহে;
বিশ্বপিতা সেইরূপ আপনার বিচিত্র দয়ায়
আনন্দের অংশটুকু সবারে বিলায়।
করুণায় বেদনায় কোমল সে একান্ত আহ্বান
নির্বিচারে সকলেরে করে স্নেহ দান।
নিয়ম অটল তাঁর শক্তি যে অসীম
অনন্ত ঐশ্বর্য লয়ে তিনি সমাসীন;
তবুও সে নিয়মের সুকঠিন আবরণ পাশে
মধুর সৌন্দর্য তাঁর করুণা প্রকাশে।
কঠোরের অন্তরালে ফল্গুসম সে শান্ত মহিমা
কমণীয় বৈচিত্র্যের রচে মাধুরিমা।
আনন্দে আনন্দময় দেয় ধরা অজ্ঞাত ভাষায়
আনম্র রসের স্নিগ্ধ সদ্যোজাত মহিমা জাগায়।
ধর্মের চরম লক্ষ্য মিলন সাধন
সাধক স্রষ্টার সাথে মাগে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন।
শুষ্কাচার পূজার্চ্চনা জাতিভেদ অশুচি বিচার
চিত্তেরে কঠোর করি ঘটায় বিকার;
অহং জাগ্রত হয় অসহিষ্ণু সংকীর্ণতাময়
পথরোধী আমিত্ব যে ব্যর্থ করে সকল সঞ্চয়।

অসংযত রুক্ষ্ম রূঢ় ভাষা
দূর করে পূজ্য সাথে পূজারীর মিলনের আশা।
যে সাধক লভিয়াছে রসরূপে সে ঐশ্বর্যধন
নম্রতা এনেছে তার প্রাচুর্য লক্ষণ।
যে প্রেম আনন্দে করে দুঃখেরে স্বীকার
সেবা কর্ম তপস্যায় অমৃতেরে করে অধিকার ;
দুঃখ ত্যাগ দেয় তারে গৌরবের ধন
বেদনামন্দ্রিত প্রেম রসের মন্থন।
দুঃখ মাঝে সে রসিক রহে অচঞ্চল
ভক্তি ভাবে অবনত আনন্দ বিহ্বল।
কর্ম তারে মুক্তি দেয় দুঃখ দেয় সুখ
ভক্তির নম্রতা রসে ভরে তার বুক।

নমস্তেঽস্তু

তৃপ্তির আকাশ যবে প্রসন্ন সুন্দর হবে
সেথা তুমি আসিবে অলক্ষ্যে ;
তোমার মধুর হাসি শিহরি শিহরি আসি
মৃদু মৃদু দিবে দোলা বক্ষে ।
বিস্মৃতি আঁধার যত হয়ে যাবে তন্দ্রাহত
হবে মোর চারিদিক শান্ত ;
উজলি অন্তর লোক ভুলিয়া সকল শোক
তোমা লয়ে বসিব একান্ত ।
অজানা তারার মাঝে তোমার রাগিনী বাজে
অনির্বাণ ভাসে তব দীপ্তি ;
তাহার পরশখানি দিবে যে অমৃত আনি
সুধামাখা ভরি দিবে তৃপ্তি ।
আনন্দ লহরী বাণী জাগাবে হৃদয়ে জানি
এত দিন ছিল যাহা সুপ্ত ;
আমার আমিরে লয়ে তোমার আঙিনা বয়ে
একেবারে হয়ে যাব লুপ্ত ।
মহামৌন পারাবারে অস্তাচল পরপারে
সীমাহীন অসীমের সনে ;
তখনি জগৎ স্বামী হারাব আমার আমি
দয়াময় তোমার চরণে ।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য

সংসারের সুর যবে প্রাণের হিল্লোলে বাঁধি ভক্তি ডোরে
সর্বভূতে দিব্য মূর্তি দেখি প্রাণভরে
সবারে আচ্ছন্ন করি বিরাজেন তিনি প্রেমময়
তিনি কারো একেলার নয়।
নহে তিনি শুধুমাত্র ভক্ত জ্ঞানী তরে
কর্মক্ষুব্ধ বদ্ধ নহে ঘরে
তিনি বিশ্বনিখিলের স্বামী
তিনি অন্তর্যামী।
নির্জনে তাঁহার ধ্যান সজনেতে সেবা আয়োজন
অন্তরে স্মরণ আর বাহিরেতে পশ্চাদগমন।
জ্ঞান দিয়ে তত্ত্বখানি উপলব্ধি করি
হৃদয়ের প্রেম আর চরিত্রের নিষ্ঠা দিয়ে বরি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য আর বৈরাগ্যের শূন্য সিংহাসন
একান্ত আত্মার দৃষ্টি সমদর্শী তিনি অনুক্ষণ।
তাঁরি পরে অক্লান্ত নির্ভর
জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর
দিনু জলাঞ্জলি সংসারের মায়ার আড়ালে
নিশ্চিত জয়ের টিকা পরেছি যে ভালে।
ক্ষয় নাই তার
সে দাক্ষিণ্য মোর বিধাতার।
কর্ম দিয়ে করি প্রভু আত্মনিবেদন
অন্তরের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন।

প্রীতি প্রেমে মগ্ন থাকি প্রিয় কার্য করি
শ্রেষ্ঠ উপাসনা মোর তাঁরে যবে স্মরি।
দুঃসাধ্য কঠোর কর্মে শক্তি সাথে বাধায় সংগ্রাম
দুর্বলতা পরিহরি মাঙ্গল্যের অভিষেক করি অবিরাম
কল্যাণ প্রতিষ্ঠা মাঝে বিশ্বব্যাপী প্রেমের লহরী
পরিণত রসপুঞ্জ পূজার মাধুরী
সংবৃত সুমন্দ গন্ধ জীবনেরে সুধা দেয় ভরে
সুন্দরের অভ্যর্থনা অন্তরেরে পরিপ্লুত করে।

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং

অগোচর অন্তরালে গুপ্ত তিনি অপ্রকাশ্যরূপে
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁর পাইনে দর্শন ;
অন্তর ইন্দ্রিয় খোঁজে গূঢ় সেই রহস্য স্বরূপে
নিহিত তাঁহার স্থান গভীর গহন।

তাঁহারে পাবার লাগি সাধনার অন্ত নাহি আর
পূর্ণতার কোনদিন না পায় সন্ধান ;
সৃষ্টি ছাড়া সে প্রত্যয় দোলা তারে দেয় বারবার
তাঁহার পরশ তরে ব্যাকুলিত প্রাণ।

সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ের চিরন্তন অধিকারী হয়ে
ক্ষুধা খাদ্য তৃপ্তি তার নহে সাধারণ ;
দেখার অতীত তীরে অগম্যতে মন যায় বয়ে
খুঁজে ফেরে অকিঞ্চন অগোচর ধন।

কত ভ্রম কত ভুল কল্পনার সীমা নাহি তার
তবু চেষ্টা নাহি পারে ত্যজিতে হেলায় ;
দুর্গম অরণ্য পথে তীর্থ যাত্রী ছোটে বার বার
কোন্ দুর্নিবার সত্যে পরম ক্ষুধায় ?

নিস্ফলতা পদে পদে কোন দিন শ্রান্তি নাহি আনে
শক্তির প্রেরণা তার বহে অনির্বাণ ;
সে আহ্বান কোন বাধা গতিরোধ করিতে না জানে
তারি লাগি পারে নিজ বিসর্জিতে প্রাণ।

যখনি মানুষ চলে প্রতীক্ষিত দুর্গমের পানে
খুঁজে ফেরে অন্তহীন গোপন গভীরে ;
বাহিরের সত্ত্বা তার কার পানে বারংবার টানে
অন্তরেপ্রতিষ্ঠ তার গুপ্ত সত্যটিরে।

উৎকণ্ঠিত সেই সত্ত্বা তাঁর সাথে মিলনের লাগি
ভূমার আকাঙ্খাখানি রহে যে অম্লান ;
আত্মার মাহাত্ম্য তার ভয়হীন সদা রহে জাগি
সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ নাহি চায় প্রাণ।

সহজেরে অতিক্রমি গভীরের যাত্রা পথ মাঝে
জ্ঞানে ভাবে কর্মে তার মহত্ত্ব প্রকাশে ;
চিরজনমের সেই সাধনার দুর্লভের কাজে
অন্তহীন আকাঙ্খার মনের আকাশে।

তব আকর্ষণে প্রভু জ্ঞান প্রেম শক্তি কর্ম যত
গভীরে লইয়া চলে শেষ নাহি তার ;
গূঢ়তম সত্যদ্রষ্টা তুমি, তোমার রহস্য শত
জীবন মৃত্যুরে দেয় করি একাকার।

তব গোপনতা প্রভু মানুষের সাধনার ধন
মানুষ ভুলিতে পারে বিষয় কামনা ;
শিথিল হইয়া যায় নব নব সংসার বন্ধন
তুচ্ছ করে জীবনের বর্ণালী বাসনা।

অদৃশ্য গোপন হ'তে সুমধুর তব বংশী রব
সংবৃত গভীর সুর অন্তরে সঞ্চারে ;
প্রেমের গাঢ়তা তার সৌন্দর্যের সংযত উৎসব
আকর্ষিয়া জীবনেরে দেয় সুধা ভরে।

আকাঙ্খার এ আবেগ আনন্দের এ কোন্ বেদনা
চিরকাল আত্মামাঝে রাখ জ্যোতিষ্মান ;
অন্তহীন গোপনতা অনিন্দিত জাগায়ে কল্পনা
প্রেমিক সাধক যার করিছে সন্ধান।

যুগ যুগান্তর ধরি অক্লান্ত সে সাধনার লীলা
দুঃখ অলঙ্কার করি করেছে বরণ ;
সুধাময় তলহীন বর্ণাঢ্য যে তাঁর মাধুরিমা
গৌরব মুকুট রূপে করেছে ধারণ।

গুহাহিত হে গোপন স্তব্ধ মৌন অন্তর বাহিয়া
তোমার লাগিয়া যেই তপস্বী বিরাজে ;
তোমারি পরশ চায় মধুলগ্নে সকল ত্যজিয়া
অনন্ত রহস্যময় স্তব্ধতার মাঝে।

কঠোর তপস্যাক্লিষ্ট অজানিত আভাসে ইঙ্গিতে
ফুটেছে অনিন্দ্যরূপ উদ্বেল উদ্যম ;
বিজ্ঞান দর্শন কাব্য ছন্দোময় ললিত সংগীতে
দুর্লঙ্ঘ্য স্বার্থের সীমা করি অতিক্রম।

অগম্য অপার তুমি রূপে রসে অনির্ব্বচনীয়
তবু চলি চিরন্তন সন্ধানের পথে ;
তোমার দর্শন লাগি মধুবর্ষী ওগো রমণীয়
সেই পথ অন্ধকার তোমার সংকেতে।

অমৃতের স্পর্শ আনে চেতনার অবলুপ্ত তটে
তোমার অনন্ত প্রেম শুদ্ধ ভালবাসা ;
দুর্জ্জেয় জটিল যত সৃজনের কলোচ্ছ্বাস পটে
তব লাগি জ্যোতির্ম্ময়ী উজ্জ্বল প্রত্যাশা।

যেন কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ অতিক্রান্ত পথে ও প্রান্তরে
ভুলায় না যেন মোরে কুৎসিত মায়ায় ;
আনন্দ আবেগ ধারা তরঙ্গিত মিশিবে সাগরে
মরু মাঝে যেন নাহি আমারে হারায়।

তস্মৈ দেবায়

বিশ্বপ্রবাহের পিছে
বিরাজিত সত্য সে যে
আত্মসচেতন ;

অন্তহীন মাঙ্গল্যের
নিত্য অভিব্যক্তি কামী
পুরুষ সে জন।

প্রকাশের মাঝে তার
সমাচ্ছন্ন অনাবিল
মুক্তির বিকাশ ;

নিরন্তর আত্মত্যাগে
দেশে কালে সীমাহীন
তাহার প্রকাশ।

জগৎ প্রবাহ মাঝে
লীলা তার নানা ছন্দে
নিত্য বিলসিত ;

মানুষের মাঝে নিজে
সুমধুর পূর্ণরূপে
কবে প্রকাশিত।

জড়তার বন্ধনেরে
ছিন্ন করি মানুষের
জেগেছিল প্রাণ ;

প্রাণের প্রবাহ তার
ঘনীভূত চেতনারে
দিয়েছিল স্থান।

মনের চেতনা শেষে
প্রকটিত হল সর্ব
মানুষের প্রেমে ;

বিস্তারিয়া দিল তারে
বারে বারে নিখিলের
কল্যাণ সঙ্গমে।

আত্মকেন্দ্র বেড়া জাল
ছিন্ন করি শুভবুদ্ধি
দিল সকলেরে ;

স্বধর্ম পালন কার্যে
বিশ্বমাঝে বিলাইল
নিজের নিজেরে।

সমাপ্ত